তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)-এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এ উপলক্ষ্যে আমি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসহ পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪″ ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ বছর বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২ অর্জন করে । বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫২% গ্যাসভিত্তিক, যার মধ্যে ৬০% তিতাস গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ বিভাগের এই অর্জনের বড় অংশীদার তিতাস গ্যাস। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েও বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তিমান।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুজাতিক শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা মাত্র ৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিয়ে (তখনকার সময়ে ১৭-১৮ কোটি টাকা হবে) কিনে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের পরেও বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদনের ৩১ দশমিক ৪৪ শতাংশ জ্বালানি এই গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র কেনাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সনদ বলে অভিহিত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত একটা চেইঞ্জ গেইম তৈরি করে দিয়েছে আমাদের জন্য। জাতির পিতা বুঝেছিলেন ভবিষ্যতের আমাদের দেশে শিল্পায়ন বা উন্নয়ন করতে গেলে প্রথমে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ জ্বালানি ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কথাটি তিনি মাথায় রেখেছিলেন। জ্বালানির জন্য বিদেশী নির্ভরতা কমানো এবং নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও দূরদর্শী।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ অর্থাৎ ১২টি জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৬৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সররাহের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিগত পাঁচ দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ যাবতকাল গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় গ্রাহকদের চাহিদার বিপরীতে ফিল্ডসমূহ হতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির পাশাপাশি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে সারা বিশ্বে জ্বালানী সংকট তীব্র হওয়ায় আমদানিকৃত এলএনজিরও স্বল্পতা দেখা দেয়ার কারণে তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি ১৩,৩২০.৩৯ কি.মি. পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা ২৮,৭৭,৬০৪টি।

বিগত পাঁচ বছরে তিতাস গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান নিচের সারণীতে প্রদান করা হল:

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা				
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২০২২
বিদ্যুৎ	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৭
সার	৩	৩	৩	৩	৩
শিল্প	৫,১২৮	৫,২৭৯	৫,৩১৩	৫৩২২	৫৩৯৬
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১,৬৩০	১,৬৮০	১,৭০১	১৭১০	১৭৩৬
সিএনজি	৩৮২	৩৯৪	৩৯৬	৩৯৬	৩৯৬
বাণিজ্যিক	১১,৬৮৮	১২,০৭৫	১২,০৭৫	১২০৭৬	১২০৭৮
আবাসিক	২৭,৬৪,২৪৭	২৮,৪৬,৪১৯	২৮,৫৫,৩০২	২৮,৫৬,২৪৭	২৮,৫৭,৯৪৮
মোট	২৭,৮৩,১৩৪*	২৮,৬৫,৯০৭*	২৮,৭৪,৮৪৮*	২৮,৭৫,৮১৩*	২৮,৭৭,৬০৪*

* ১২টি মৌসুমি গ্রাহকসহ।

উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

উন্নয়ন কর্মসূচী:

সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নতুন পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়নি। বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থ বছরে ৮২.৩১ কি.মি. লিংক লাইন, পাইপলাইন সংস্কার/পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে কোম্পানীর পাইপলাইন নির্মাণ পরিসংখ্যান চিত্র নিম্নরূপ (কিঃমিঃ):

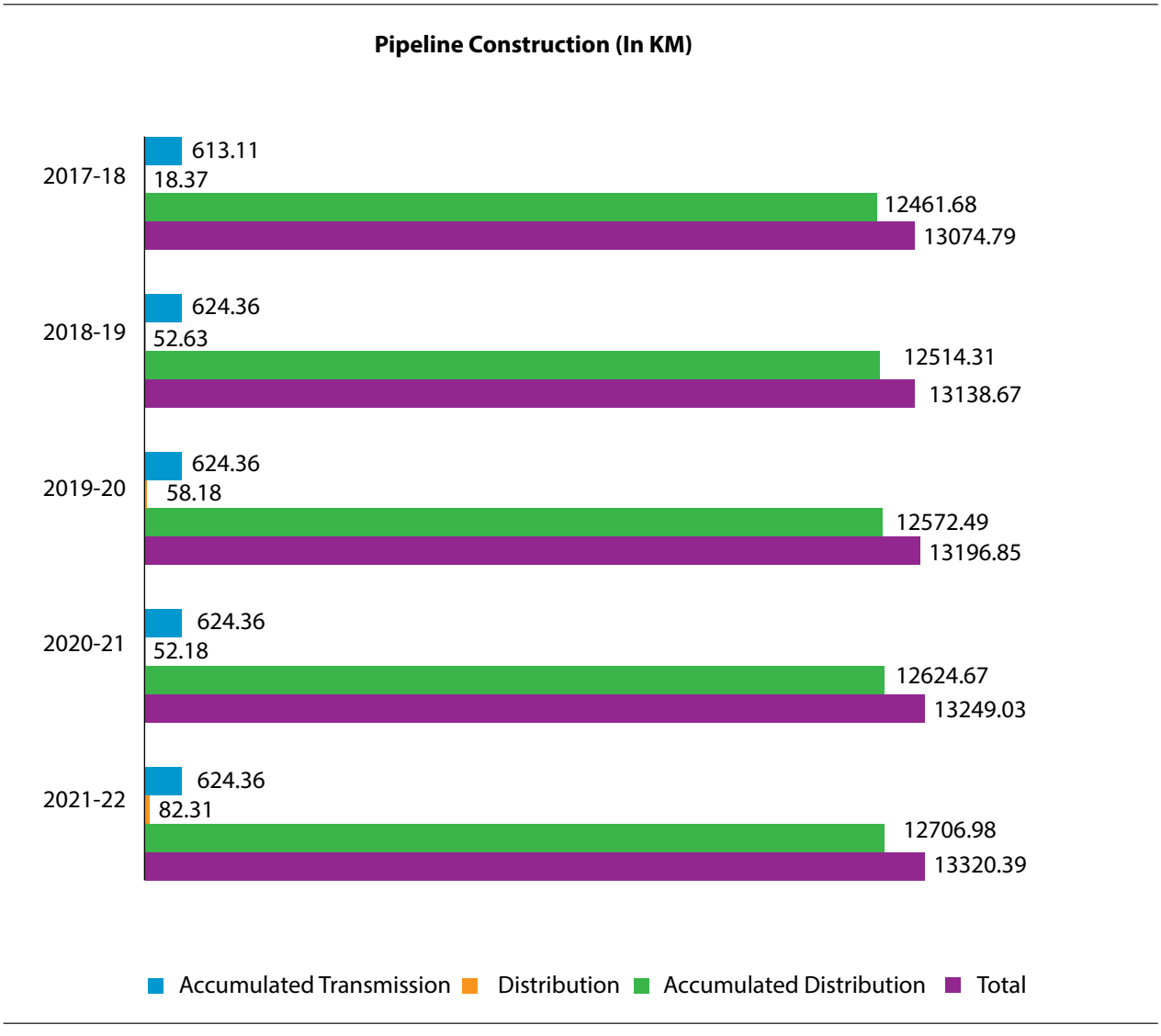

বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

গ্যাস সংযোগ/সরবরাহ কার্যক্রম :

পানগাঁও ভাল্‌ভ স্টেশন হতে জিনজিরা তিতাস গ্যাস অফিস (কদমতলা) পর্যন্ত বিদ্যমান ৮ ইঞ্চি ব্যাস ১৪০ পিএসআইজি গ্যাস লাইন এর মাধ্যমে জিনজিরা কেরানীগঞ্জ এলাকায় শিল্প, বানিজ্য ও আবাসিক খাতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। কেরানীগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরীতে স্থাপিত ১২৫ টি বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে যার অধিকাংশই গ্যাস নির্ভর। তবে গ্যাস সংযোগ না থাকায় শিল্প উদ্যোক্তাগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানাগুলো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণাংগভাবে প্রসারিত হচ্ছে না। উল্লেখ্য, উক্ত বিসিক শিল্পাঞ্চলে অনেক শিল্প স্থাপনা চলমান থাকলেও বহু সংখ্যক শিল্প প্লট খালিও রয়েছে।

কেরানীগঞ্জ এলাকায় ডাইং ফ্যাক্টরী ও ওয়াশিং প্ল্যান্ট সহ বিভিন্ন ধরনের হালকা/ভারী বহু সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। পরিবেশ বান্ধব/পরিকল্পিত নগর নির্মাণের উদ্দেশ্যে ডাইং ফ্যাক্টরী ও ওয়াশিং প্ল্যান্ট সমূহসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিকল্পিত বিসিক শিল্পনগরীতে স্থানান্তরের উদ্যোগ রয়েছে।

বিসিক শিল্পাঞ্চলে ভবিষ্যতে আরও প্রায় ১০০০ (এক হাজার) শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে গ্যসের চাহিদা বিবেচনায় তিতাস গ্যাস এর অধীনে ডিআরএস/আরএমএস স্থাপনসহ পানগাঁও ভাল্‌ভ স্টেশন হতে বিসিক শিল্প নগরী পর্যন্ত ২০" ব্যাস ১৪০ পিএসআইজি ২০ কি.মি. ডিস্ট্রিবিউশন মেইন পাইপলাইন নির্মান প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে:

ক) জিনজিরা সহ কেরানীগঞ্জ এলাকায় শিল্পা/প্রতিষ্ঠান, বিসিক, শিল্পপার্ক এবং অন্যান্য খাতে ভবিষ্যতে আগামী ২০ বছর নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হবে।

খ) প্রতিদিন প্রায় ১০০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

গ) বিদ্যমান স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন হবে।

ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-র মাধ্যমে ইকোনোমিক জোনসমূহে গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হবে; এবং

ঙ) নতুন শিল্পায়ন সহ প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

* তিতাস গ্যাসের অন্যান্য গৃহীত প্রকল্প সমূহ:

বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) শিল্পের বৈচিত্রায়ন এবং কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশের সম্ভাবনাময় এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে। তন্মধ্যে তিতাস অধিভূক্ত এলাকায় ০৪টি সরকারি ও ১৫টি বেসরকারি ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরুপ:

- কোম্পানি কর্তৃক আবশ্যকীয় অবকাঠামোসহ উচ্চতর ব্যাস ও প্রযোজ্য দৈর্ঘ্যের পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্নপূর্বক ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত ইকোনমিক জোন সমুহে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে:
  - (i) মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়ণগঞ্জ;
  - (ii) মেঘনা বেসরকারি ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়ণগঞ্জ;
  - (iii) আকিজ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; এবং
  - (iv) সিটি ইকোনমিক জোন, রূপগঞ্জ, নায়ায়ণগঞ্জ
- জামালপুর সরকারি ইকোনমিক জোন (হলিদাহাটা, জামালপুর) এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সরিষাবাড়ী এমএন্ডআর স্টেশন মডিফিকেশনপূর্বক হলিদাহাটা পর্যন্ত ১৬" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণসহ আভ্যন্তরীন বিতরন লাইন স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ও গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রস্তুত আছে।

সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রম:

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি. এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোম্পানির সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে ভিজিল্যান্স ডিভিশনের নিয়মিত বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পরিচালিত অবৈধ গ্যাস পাইপলাইন ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।

২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বছরে কোম্পানির ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য তথা মোট সিস্টেম লস সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

অর্থবছর	ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য (মোট সিস্টেম লস)	
	পরিমাণ (এমএমসিএম)	শতকরা হার (%)
২০১৭-১৮	২০১.১৯	১.১৭
২০১৮-১৯	১০০৩.৮৩	৫.৭১
২০১৯-২০	৩০৮.৩২	২.০০
২০২০-২১	৩২৩.৬৪	২.০০
২০২১-২২	৩২০.৫০৭	২.০০

পুনর্বাসন/নির্মাণ কার্যক্রম:

বাস্তবায়িত পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ :

- টানবাজার, এস এম মালেহ রোড, নাঃগঞ্জ এলাকায় ৩" ব্যাস, ৫০ পিএসআইজি পাইপলাইন প্রতিস্থাপন প্রকল্প।
- পূর্ব মুসলিমপাড়া, কুতুবপুর, নয়ামাটি, দেলপাড়া, পাগলা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় পাইপলাইন প্রতিস্থাপন প্রকল্প।
- রোড নং-৫, মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিঃ, মোহাম্মপুর, ঢাকা।
- জাস্টিস টাওয়ার, আলামিন সড়ক, গ্রীণ রোড, ঢকা এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের জন্য বিদ্যমান ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি বিতরণলাইন ২ ইঞ্চি ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইন দ্বারা প্রতিস্থাপন কাজ।
- স্বল্পচাপজনিত সমস্যা নিরসনের অথবা ক্ষতিগ্রস্থ গ্যাসপাইপলাইন পূনর্বাসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ সার্কুলার রোড (ভুতের গলি), হাতিরপুল এলাকায় ৪" ব্যাস X ২৩০ মি, ৩" ব্যাস X ৩ মিটার, ২" ব্যাস X ২মিটার ও ১" ব্যাস X ৩মিটার বিতরণ/ সার্ভিস লাইন নির্মান কাজ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন এলাকার মূল অংশে গ্যাস সরবরাহের জন্য বিকল্প উৎস হিসেবে ০৫ নং গেইটের সন্নিকটে বিদ্যমান ৮" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি বিতরন লাইন হতে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি ৪৫ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
- Recostruction/ Shifting of leakage Gas Pipelines of various Diameter (2", 6") Adjacent RD (Apex RD, Ahsan RD, Horinhati rd) of Gazipur-Tangail Highway.
- সাসেক প্রকল্পের আওতাধীন গোড়াই বাজার, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল এর চেইনেজ ২৬+৬৩৭৯৪ কি. মি. থেকে ২৭+০০৮.০৭ কি মি পর্যন্ত এলাকায় সড়ক ও জনপথের ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের জন্য এলাইনমেন্টে বিদ্যমান তিতাস গ্যাসের ৩" ব্যাস ও ৮" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি এবং ১০" ব্যাসী ১৪০ পিএসআইজি গ্যাস বিতরণ লাইন স্থানান্তর কাজ।

- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর অর্থায়নে ডিপোজিট ওয়ার্ক কার্যক্রমের আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর নির্মানাধীন টার্মিনাল-৩ এলাকায় প্রকল্পের এলাইনমেন্ট বরাবর টিজিটিডিসিএল এর ১২" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি এবং আরএমএস সহ ৩" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি গ্যাসপাইপলাইন স্থানান্তর কাজ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন এ গ্যাসের পুরাতন নেটওয়ার্ক কিল করে নতুন নেটওয়ার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপোজিট ওয়ার্ক কার্যক্রমের আওতায় ৪" ব্যাসের ৭৯৩ মিটার, ২" ব্যাসের ১২৮১ মিটার, ১" ব্যাসের ৯২ মিটার ও ½" ব্যাসের ৩০৫ মিটার বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন স্থাপন কাজ।
- SHIFTING OF 10" X 140 PSIGX170M, 2" X 50 PSIG X 765 M & 1" X 50 PSIG X 305 M DISTRIBUTION LINES & ¾" X 50 PSIG X 460 M SERVICE LINE AT CHAINAGE 0+000 TO 10000+000 FOR KAMLAPUR RAIL STATION TO PAGLA WASA GATE.
- Rehabilitation of 6" x 50 Psig x 90.00 M, 2" x 50 PSIG x 15.00 M & 1" x 50 PSIG x 902.00 M, Distribution Lines & ¾" x 50 Psig x 36.00 M, Service Line at Pallabi Metro Rail Station
- ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়ঃশোধানাগার প্রকল্প হাতিরঝিল এলাকায় সুয়েজ ট্যাংক মেইন লাইন তলদেশে ১২" ব্যাস X ৩০০ পিএসআইজি X ৬০ মি.বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।
- ওয়াপদারপুল, হাজীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এলাকার নির্মানাধীন ব্রীজের সাইটে উন্মুক্ত বিভিন্ন ব্যাসের গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ।
- ডিপোজিট/গ্রাহক ব্যয়ে বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৬১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় ।

বাস্তবায়িত পূর্ত কাজঃ

- হেড অফিস ভবনের আইসিটি ও অডিট ডিভিশনের অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার কাজ;
- গাজীপুর ডিভিশনাল অফিস ভবনে অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার কাজ;
- সরিষাবাড়ী এমএন্ডআর স্টেশনের সীমানা প্রাচীর ও জামালপুর এমএন্ডআর স্টেশনের প্যালিস্যাডিং ওয়ার্ক ও অন্যান্য কাজ;
- হাজারীবাগ ডিআরএস এলাকায় উদ্ধারকৃত জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ;
- দনিয়া ডিআরএস এরিয়ায় সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণ, সিপিরুম, গার্ডরুম পুন: নির্মাণ এবং মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজ;
- গাজিপুর ডিভিশনাল অফিসে প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্পের জন্য Disaster Recovery Center (DRC) নির্মাণ কাজ;
- প্রধান কার্যালয় ভবনের তৃতীয় তলায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, কোম্পানী সচিব এবং পরিচালক(অর্থ)- এর অফিস কক্ষের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও পরিষ্কার-পরিছন্নতার কাজ; এবং
- আদমজী ইপিজেড টিবিএস/ডিআরএস এ মাটি ভরাট ও অপসারণ, গার্ড রুম, ডিআরএস ফেন্সিং, অভ্যন্তরীণ রোড, ওয়াচ টাওয়ার, প্লাটফরম, ড্রেনেজ, পাইপ সার্পোট নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ।

কোম্পানীর ধনিয়া স্টাফ কোয়াটার।

বাস্তবায়নাধীন পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ/প্রকল্পঃ

- পানগাঁও ভালভ ষ্টেশন থেকে কেরানীগঞ্জ বিসিক পর্যন্ত ২০" ব্যাস, ১৪০ পিএসআইজি, ২০.৩২ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।
- মেসার্স এবা ফ্যাশন লি. ৫২১/১ গাছা রোড জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এর ৮" ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১৯৫০মি বিতরণলাইন ও ৩" X ১৪০পিএসআইজি X ২০মি সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
- Construction of internal gas distribution pipeline and DRS for gas supplz to BSCIC API Industrial Park, Baushia Mouza, Gozaria Upazilia, Munshigonj.
- মেসার্স মনোয়ার স্পিনিং মিলস লিঃ, লৌহকৈর, মৌচাক, গাজীপুর এর ১২" ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ২৭৭২মি. বিতরণ লাইন ও ৪" X ১৪০ পিএসআইজি X ২৪ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
- মেসার্স আরিয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ (গ্রাহক সংকেত নং -৩৩৮০/৮৩৮০৯৭৬ লতিফপুর সারদাগঞ্জ, কাশিমপুর, সাভার এর ৬" ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ২২০০ মি.বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।

বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজ/প্রকল্প :

- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান অফিস ভবন উর্ধ্বমূখী (২য়তলা হতে ৬ষ্ঠতলা পর্যন্ত) সম্প্রসারণ কাজ।
- ভান্ডার বিভাগের জন্য ডেমরা সিজিএস এলাকায় প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল দ্বারা গোডাউন নির্মাণ কাজ।
- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় ৬ষ্ঠ তলা বিদ্যমান ষ্টাফ কোয়ার্টারের ৬ষ্ঠ তলার অবশিষ্ট ১টি ইউনিট নির্মাণ এবং ভবনের ছাদের ফিনিশিং কাজ।
- কদমতলী ডিআরএস এ চারতলা ভিত্তিসহ দোতলা কন্ট্রোল রুম, গার্ডরুম, আরসিসি রোড নির্মাণকাজ।
- ডেমরা সিজিএস এর চারদিকে সীমানা প্রাচীর পুন:নির্মাণ এবং গার্ডরুম, সিকিউরিটি রুম পোস্ট নির্মাণ ও অন্যান্য পূর্ত কাজ।
- প্রধান কার্যালয়ে বিদ্যমান মসজিদ সম্প্রসারণ, লাইব্রেরী ১০ম তলায় স্থানান্তর, স্টোর ও চিকিৎসা বিভাগ পুন:বিন্যাস।
- নারায়ণগঞ্জ এলাকার খানপুর মৌজায় অবস্থিত কোম্পানির নিজস্ব জমিতে আনসার সেড, কার পার্কিং শেড ও অভ্যন্তরীণ রোড নির্মানসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।
- আবিবি (সাভার) অফিস কাম আবাসিক কমপ্লেক্সে স্টোররুম, গার্ড রুম ও গ্যারেজ নির্মাণ সহ অন্যান্য পূর্ত কাজ
- জোবিঅ (জিনজিরা) এলাকায় এস.এস ফেনসিং নির্মাণ ও গ্রিল দিয়ে সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণ সহ অন্যান্য কাজ।

ভবিষ্যত পাইপ লাইন নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা:

গ্রাহকদের চাহিদার বিপরীতে ভবিষ্যতে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে:

(i) হোসেন দি ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এর জন্য ১৬″ ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ৬.৫ কি.মি. পাইপলাইন;

(ii) ত্রিশালস্থ (ময়মনসিংহ) হামিদ ইকোনমিক জোন এর জন্য ত্রিশাল টিবিএস হতে ১৬″ ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজিদ্ধ ১০ কি.মি. পাইপলাইন; এবং

(iii) জাপানিজ ইকোনমিক জোন (আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ) এর জন্য ২০″ ব্যাস X ১০০০ পিএসআইজি X ৪ কি.মি. ও ১৪″ ব্যাস X ১০০০ পিএসআইজি X ৪ কি.মি.পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অনুরুপভাবে, আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গজারিয়া টিবিএস মডিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১২″ ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ৮ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, কোনাবাড়িস্থ (গাজীপুর) এলাকায় বে ইকোনমিক জোন এর গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ কাজ এবং গ্রাহক কর্তৃক মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- কুটুম্বপুর হতে মেঘনাঘাট পর্যন্ত ৪২″ ব্যাস X ১০০০ পিএসআইজি (১২০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন) গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মিত হলে কুমিলা ইকোনমিক জোন (চাহিদা: ১০০ এমএমসিএফডি), সোনাচর, মেঘনা, কুমিলা এ গ্যাস সরবরাহের জন্য বর্ণিত ৪২″ ব্যাস X ১০০০ পিএসআইজি লাইনের নির্মিতব্য নতুন অফটেক হতে সঞ্চালন লাইন ও বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হবে এবং এতদবিষয়ে MoU স্বাক্ষরের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- আমান ইকোনমিক জোন, সোনারগাও, নারায়ণগঞ্জ; ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন, হাজারীবাগ, পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ; বসুন্ধরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কোন্ডা, বাতুরাইল, কেরানীগঞ্জ; আরিশা ইকোনমিক জোন, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়নগঞ্জ; এ. কে. খান ইকোনমিক জোন, কাজীর চর, পলাশ নরসিংদী; গজারিয়া ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ এবং ঢাকা সরকারি ইকোনমিক জোন, দোহার, ঢাকা এ গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন সংশিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।

ভবিষ্যত পূর্ত কাজের পরিকল্পনাঃ

- প্রধান কার্যালয় ভবনের বোর্ডরুম ও তৎসংলগ্ন কার্যালয়সমূহের অভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জার কাজ;
- আবিডি-গাজীপুর এলাকায় তিনতলার ভিতসহ একতলা মসজিদ নির্মাণ;
- প্রধান কার্যালয় ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন কাজ;
- তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের ৪র্থ তলার পূর্ব অংশের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ;
- ভুরুলিয়া (গাজীপুর), পটকা (গাজীপুর), রাজেন্দ্রপুর (গাজীপুর) ও করটিয়া (টাঙ্গাইল) ভালব স্টেশনের গার্ডরুম নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- টঙ্গী টিবিএস এরিয়ার সীমানা প্রাচীরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন ও মেরামত, কন্ট্রোল ভবন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষনসহ মাটি ভরাট কাজ; এবং
- গোদনাইল টিবিএস/ডিআরএস এ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ;

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রমঃ

- সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার-II কোম্পানি লি. ৫৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লি. ৫৮৪ মেগাওয়াট সিসিপিপি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি এন্ড পাওয়ার. ৭১৮ মেগাওয়াট সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- মিয়েজ পাওয়ার লিঃ, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ১০৭ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- মেঘনা ইকোনোমিক জোন পাওয়ার লিঃ, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ১০৭ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- সিগমা পাওয়ার লিঃ, আদমজী ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ, ৫০ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- প্যাকমেট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, একুতা, শাওরাইদ বাজার, কালিগঞ্জ, গাজীপুর, বাংলাদেশ, ১৩ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- ডেল্টা এগ্রোফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সৈয়দপুর, গোগনগর, নারায়ণগঞ্জ, ১২ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- এমবিয়েন্ট ষ্টীল বিডি লি., বরপা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ, ৪৩ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লিঃ, সৈয়দপুর, গোগনগর, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- রূপসী ফিড মিলস লিঃ, সিটি ইকোনোমিক জোন, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ, ১৯.৮ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- ঢাকা সুগার লিমিটেড, হোসেন্দি ইকোনোমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ, ২৬ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;

- ঢাকা সল্ট লিমিটেড, হোসেন্দি ইকোনোমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ, ৩৮.৯ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- নাইস স্পান লিঃ, চকপাড়া, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১২ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- ইউ.কে. বাংলা পেপার লিমিটেড, হোসেন্দি ইকোনোমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ, ২৬ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- এন জেড এ্যাপারেলস লিমিটেড, কাতরারচক, দড়িকান্দি, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১০ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- কামাল ইয়ার্ন লিমিটেড, মেহেরাবাড়ী, জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ, ১২ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ শ্রেনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;

"প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন" (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) সংক্রান্ত :

জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ ঋন প্যাকেজভুক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78) এর অধীনে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩.২ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি জিওবি, জাইকা এবং টিজিটিডিসিএল (নিজস্ব)-এর অর্থায়নে ৭৫৩.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আবাসিক খাতে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের অপচয় কমানো; মূল্যবান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন; গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, তদারকি ব্যয় কমানো এবং সর্বোপরি পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করা; উপরোক্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রীম গ্যাস বিল আদায়ের উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত ঢাকা শহরের আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য ৩.২ লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে অত্যাধুনিক দক্ষ এবং পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ইং তারিখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সব খাতে গ্যাস ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ এর অপচয় রোধকল্পে এবং গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা জানান। আবাসিক খাতে গ্যাসের অপচয় রোধকল্পে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় তিতাস গ্যাস টিএন্ডটি কোং লিঃ (টিজিটি ডিসিএল)- এর মাধ্যমে মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া এলাকায় ৪ হাজার ৫শ'টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। তিতাস গ্যাসের আওতাধীন এলাকায় এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ৮ হাজার ৬শ'টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম এলাকায় ৬০ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩.২ লক্ষ প্রিপেইড মিটার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প:

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ নিবন্ধিত ও United Nations Methodologies মোতাবেক Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পটি ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S (NEAS) এর বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের Project Design Document (PDD) মোতাবেক ২০১৭ সালে প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার জরীপপূর্বক মোট ৩৫,২৫২ টি লিকেজযুক্ত রাইজার সনাক্তকরত মেরামত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সর্বমোট ২০.৬৮ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ সালে মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ সৃষ্ট হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে Monitoring কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বর্তমানে ৫ম Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে। UNFCCC কর্তৃক প্রকল্পের প্রতিটি Monitoring কার্যক্রম সাফল্যের সাথে Verify হওয়ায় ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে যথাক্রমে ৩৩,৭৮,৬১১ unit t CO_2e, ৩৪,৮১,৭২২ unit t CO_2e এবং ৪০,৪৯,৫৫১ unit t CO_2e বা Certified Emission Reduction ইস্যুকরতঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য বাজারজাত করা হয়। বর্ণিত প্রকল্প চুক্তি অনুযায়ী UN Methodology অনুসারে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

প্রকল্পটির Agreement মোতাবেক ১% Up-front Payment হিসাবে ১৮,৩৬৪ ইউরো, ১ম CER ইস্যুর বিপরীতে ১৩,৪৬৪ ইউরো এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১ম Success payment হিসেবে ২,১২,৮২১ মার্কিন ডলার NE Climate A/S (NEAS) এর মাধ্যমে তিতাস গ্যাস কোম্পানিতে গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও, এধরণের প্রকল্পের মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত গ্যাস শিল্পখাতে ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি এবং Green House Gas (GHG) গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে।

"The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প:

কোম্পানির আওতাধীন সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য, কার্যকর এবং দক্ষ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজ করা, SCADA এর মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণে JICA এর কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় কোম্পানিতে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কোম্পানির আওতাধীন সঞ্চালন নেটওয়ার্কের ডিজিটালাইজেশন এবং পাইলট এলাকা হিসাবে ধানমন্ডি ও মতিঝিল এলাকার বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের GIS Mapping সম্পন্ন করা হয়েছে। নেটওয়ার্কের স্টেশনসমূহ পরিদর্শনপূর্বক নিরাপত্তা অডিট PFD (Process Flow Diagram) হালনাগাদ করা চলমান রয়েছে;
- কোম্পানির বিদ্যমান সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ অবকাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:
- গ্যাস সিস্টেমে ব্যবহৃত মালামাল ও যন্ত্রাংশ এবং নকশা প্রস্তুতিতে প্রচলিত মানদন্ড যাচাই পদ্ধতি বিষয়ে JET (JICA Expert Team) এর অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং মালামাল ও যন্ত্রাংশের unified আইডি প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:
- গ্যাস নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং গ্যাস নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Verified Emission Reduction (VER)/VERRA প্রকল্প

CDM প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এর ৭৮৫ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালে Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। NE Climate A/S (NEAS), Denmark এর আর্থিক বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালে কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

CDM প্রকল্পের অনুরুপ কোম্পানির আওতাধীন নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় প্রায় ১,৭০,০০০ টি রাইজার পরিদর্শন পূর্বক লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে কোম্পানির সিডিএম সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটির Implementation phase/Baseline study এর কার্যক্রম গত ০১ জুন, ২০২২ হতে চলমান রয়েছে। এছাড়াও, বর্ণিত প্রকল্প হতে সাশ্রয়কৃত CO_2 আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয়ের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান VERRA এর আওতায় রেজিস্টেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

CDM প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এর ৭৮৫ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালে Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। NE Climate A/S (NEAS), Denmark এর আর্থিক বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালে কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। CDM প্রকল্পের অনুরুপ কোম্পানির আওতাধীন নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় প্রায় ১,৭০,০০০ টি রাইজার পরিদর্শন পূর্বক লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে কোম্পানির CDM সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটির Implementation phase/Baseline study এর কার্যক্রম গত ০১ জুন, ২০২২ হতে চলমান রয়েছে। এছাড়াও, বর্ণিত প্রকল্প হতে সাশ্রয়কৃত CO_2 আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয়ের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান VERRA এর আওতায় রেজিস্টেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বৈদেশিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে CDM সেলের কার্যক্রম

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি :

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন:

এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪" ব্যাস X ১০০০ পিএসআইজি X ৬২.৫ কি.মি. সঞ্চালন লাইন ও মানিকগঞ্জে একটি নতুন সিজিএস নির্মাণ এবং মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" ব্যাস X ৩০০ পিএসআইজি X ২৩.৫ কি.মি. বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ ও ধামরাই এ একটি নতুন টিবিএস নির্মাণ করা হবে। এ ছাড়াও এলেঙ্গাতে ২৮০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইনটেক মিটারিং স্টেশন এবং মানিকগঞ্জে ২৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সিটি গেট স্টেশন নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জয়দবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন:

প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ১৬"-২০" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন প্রায় ১৯৪ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইন, ৩/৪"-৮" ব্যাস ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন প্রায় ১৮ কিলোমিটার সার্ভিস পাইপলাইন, সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন সমূহের সাথে সংযোগের জন্য ২৪" ব্যাসের ১.৫ কিলোমিটার ও ২০" ব্যাসের ১.৫ কিলোমিটার ফিডার/লিংক নির্মাণ এবং ২৫০ এমএমসিএফডি সক্ষমতার ০১টি নতুন সিজিএস নির্মাণ, ০৩টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশন (ভালুকা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এমএন্ডআর যথাক্রমে ৩০০, ১২৫, ১২৫ এমএমসিএফডি এ উন্নীতকরণ) এবং HDD পদ্ধতিতে ২০" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ০২ (দুই)টি পাইপলাইন, ১৬" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ০১ (এক)টি পাইপলাইন এবং ১৬" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি চাপের ০৪ (চার)টি পাইপলাইনসহ মোট ০৭টি স্থানে ০২টি নদী অতিক্রমণ। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৭৫৯ এমএমসিএফডি গ্যাস বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

SASEC সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪ লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন:

প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ৮"-২০" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি এর প্রায় ২২০ কিলোমিটার এবং ৩/৪"-৮" ব্যাসের ৭ কিলোমিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত প্রকল্পটিতে ১৮টি স্থানে মোট ৮টি নদী অতিক্রমণ (২০"ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি পাইপলাইন দ্বারা ১৬টি অবস্থান এবং ১৬" ব্যাস × ৫০ পিএসআইজি পাইপলাইন দ্বারা ২টি অবস্থান) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রকল্পে ৬টি স্থানে রেল ক্রসিং (২০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি পাইপলাইন দ্বারা ৪টি অবস্থান এবং ১৬" ব্যাস × ৫০ পিএসআইজি পাইপলাইন দ্বারা ২টি স্থানে) এবং ২৬টি স্থানে (২০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি পাইপলাইন দ্বারা ১৯টি স্থানে এবং ১৬" ব্যাস × ৫০ পিএসআইজি পাইপলাইন দ্বারা ৭টি স্থানে) হাইওয়ে/মেজর রোড ক্রসিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন, GIS নক্সা প্রস্তুতসহ তিতাস গ্যাস সিস্টেমে SCADA সিস্টেম স্থাপন:

ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্প চাপ নিরসন, লিকেজজনিত দুর্ঘটনা রোধ, জনসাধারনের সুরক্ষা এবং কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস বিপণন ও গ্রাহক সেবা সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উন্নততর পরিকল্পনা, নেটওয়ার্ক বিশ্লেষন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন সহজীকরনার্থে প্রস্তাবিত গ্যাস

নেটওয়ার্কসহ টিজিটিডিসিএল এর ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নকশা প্রস্তুতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে জিওবি ও টিজিটিডিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের ৬০টি এলাকায় ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২"-২০" ব্যাসের প্রায় ৭২.৫ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ, ৩/৪"-২" ব্যাসের প্রায় ৩৯৭ কিলোমিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ/প্রতিস্থাপন করা হবে এবং প্রস্তাবিত গ্যাস নেটওয়ার্কসহ ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপনের করা হবে। এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে যা সমাপ্তির পর ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

Installation of 1 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL:

বর্তমানে তিতাস অভিভূক্ত এলাকায় প্রায় ২৮ লাখ আবাসিক গ্রাহক রয়েছে। এর মধ্যে ৩,২৮,৬০০ গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবশিষ্ট সকল মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে প্রিপেইড মিটার স্থাপনের জন্য ১ লাখ গ্রাহককে নির্বাচন করা হবে। জিওবি তহবিল ব্যবহার করে প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

Installation of 5.49 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL:

প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৫.৪৯ লাখ গ্রাহককে নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিষয়ে এডিবি দ্বারা বেশ কয়েকটি মিশন - পরামর্শ মিশন, রিকনেসেন্স মিশন এবং কান্ট্রি প্রোগ্রামিং মিশন - পরিচালিত হয়েছে। ডিপিপি তৈরির বিষয়ে এডিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও বৈঠক চলছে। বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হলে প্রকল্পটি শুরু হওয়ার সম্ভাব্য সময় জানুয়ারি, ২০২৩ ।

Installation of 7 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL:

প্রকল্পের আওতায় তিতাস অধিভুক্ত এলাকার সকল মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৭ লাখ গ্রাহককে বাছাই করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিআইসি) এবং মিতসুবিশি ইউএফজে ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ (এমইউএফজি) এই প্রকল্পে অর্থায়ন করতে আগ্রহী। জেবিআইসি এবং এমইউএফজি-এর আর্থিক লোন গ্রহণের বিষয়টি চূড়ান্ত করণার্থে জেবিআইসি -এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও বৈঠক চলমান রয়েছে।

Installation of 11 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL:

প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের মধ্য থেকে ১১ লাখ গ্রাহককে নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। বিশ্বব্যাংক (ডব্লিউবি) এই প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহী। এই বিষয়ে ডব্লিউবি দ্বারা বেশ কয়েকটি মিশন - সনাক্তকরণ মিশন, এবং প্রস্তুতি মিশন - পরিচালিত হয়েছে। ডিপিপি তৈরির বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও বৈঠক চলছে। বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হলে প্রকল্পটি শুরু হওয়ার সম্ভাব্য সময় জানুয়ারি, ২০২৩।

ভবিষ্যত প্রকল্প:

- টিজিটিডিসিএল এর নেটওয়ার্ক ক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প।
- সিদ্ধিরগঞ্জ সিজিএস থেকে কদমতলী-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ হয়ে মৌনট ঘাট (দোহার) পর্যন্ত বিতরণ মেইন লাইন (৩০০ পিএসআইজি) নির্মাণ।

তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম

কোম্পানির সকল পর্যায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ও যুগোপযোগী ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- কোম্পানিতে চলমান ওয়েব বেইজড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম স্থাপন উল্লেখযোগ্য। D^3 সিস্টেম থেকে মিটারযুক্ত, মিটারবিহীন, বাল্ক সহ সকল শ্রেণির গ্রাহকদের বিল প্রক্রিয়াকরণ ও লেজার সংরক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, জিপিএফ, ঋণ, বোনাস ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে;
- তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ এর মিটার গ্রাহকগণের সকল ধরনের তথ্য একনজরে দেখার জন্য একটি Dashboard চালু করা হয়েছে;
- Google Play Store হতে "তিতাস গ্যাস অভিযোগ ও বিল-পে" App টি মোবাইলে Download ও Install করে কোম্পানির গ্রাহকগণ নগদ, রকেট, বিকাশ এর মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারে এবং App টির মাধ্যমে তাদের অভিযোগ দাখিল করতে পারে;
- Biometric Verification সহ মোবাইল App এর মাধ্যমে পেনশন উত্তোলন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- কোম্পানির পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্রুত সেবাপ্রদান ও সুশাসনের নিমিত্তে Case management software এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ৪০টি ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারে গ্রাহক লেজার হালনাগাদ হচ্ছে;
- মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকরা বর্তমানে রকেট, নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন। শীঘ্রই গ্রাহকগণ যাতে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে বিল পরিশোধ করতে পারেন তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;
- কোম্পানিতে স্থাপিত নিজস্ব কলসেন্টার এর ১৬৪৯৬ এর নম্বরটি প্রতিদিন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা চালু থাকে বিধায় যে কোন ব্যাক্তি সরাসরি যোগাযোগ পূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন অথবা যে কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন;
- কোম্পানিতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণ করা হচ্ছে ;
- মাসিক গ্যাস বিলের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণকে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে;
- রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণ কোম্পানির ওয়েব পোর্টাল থেকে তাদের বকেয়া বিলের তথ্যাদি জানতে পারেন এবং কোন অভিযোগ থাকলে তা অনলাইনে দাখিল করতে পারেন;
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের প্রাধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের নাম, মোবাইল ফোন নম্বর, আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এবং গ্যাস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্য চিত্র ইত্যাদি প্রধান কার্যালয়ের নিচ তলায় ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে;
- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাদের বেতন, বোনাস ইত্যাদি তথ্যাদি এসএমএস-এর মাধ্যমে নিয়মিত জানানো হচ্ছে;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভার হতে Acknowledgement SMS গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে;
- ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক/অর্ধবার্ষিক হিসাব সহ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা সহজতর এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা সম্ভব হচ্ছে;
- মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকগণ পোর্টাল হতে তাদের হাল নাগাদ প্রত্যয়ন পত্র প্রিন্ট নিতে পারেন;
- কোম্পানির ওয়েবসাইট মন্ত্রনালয়ের নির্দেশ অনুসারে হালনাগাদ করা হয়েছে;

অবৈধ গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য

গ্যাস কারচুপি ও অবৈধ গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে ভিজিল্যান্স ডিভিশন কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক শ্রেণির গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন এবং পরিদর্শনকালে কোন অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের লক্ষ্যে বিশেষ পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করতঃ গ্যাস কারচুপি/অবৈধ সংযোগ/অনুমোদন অতিরিক্ত স্থাপনায় গ্যাস ব্যবহারের কারণে ১২টি শিল্প, ৪টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ৩১টি বাণিজ্যিক ও ১৮৬টি আবাসিক গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিরুদ্ধে অভিযান

তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ এর উদ্যোগে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স এর মনিটরিং এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির তত্ত্বাববধানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৪৪টি অভিযানে উৎসমুখ চিহ্নিত ৯০২টি পয়েন্টে ৩৪০ কিলোমিটার অবৈধ পাইপলাইনের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে এবং এতে প্রায় ২,৭৪,০৬৬টি বার্ণারের অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

গ্রাহক শ্রেণি	গ্যাস কারচুপি/অবৈধ উপায়ে গ্যাস ব্যবহার/ অনুমোদন অতিরিক্ত স্থাপনায় গ্যাস ব্যবহারের কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক সংখ্যা	গ্যাস বিল বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক সংখ্যা	শ্রেণিভিত্তিক মোট
শিল্প	৫৩	১২৭	১৮০
সিএনজি	৭	১৮	২৫
ক্যাপটিভ পাওয়ার	২১	৬৩	৮৪
বাণিজ্যিক	৭৭	২০২	২৭৯
আবাসিক	৪৪১৯	১২৭২৩	১৭১৪২
সর্বমোট	**৪৫৭৭**	**১৩,১৩৩**	**১৭,৭১০**

বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আলোচ্য অর্থবছরের বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয় :

কোম্পানির বিপণন ব্যবস্থায় গ্যাসের চাহিদা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ঘাটতি থাকায় পেট্রোবাংলার বরাদ্দ অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৭,৫১৪ ও ১৭,১৬৪ মিলিয়ন ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়। এর বিপরীতে প্রকৃত গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,৯৭৮.২৭ ও ১৫,৬৫৭.৭৬ মিলিয়ন ঘনমিটার।

বিগত পাঁচ বছরের গ্রাহকভিত্তিক গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হল:

(এমএমসিএম)

গ্রাহক শ্রেণি	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২	
	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়
বিদ্যুৎ (সরকারি)	২,০০৮.৭০	২,০৮৩.৭০	২,০০৮.৭০	১,৯৩৭.৫১৬	১,৯৩৭.৫১৬	২,০৫২.৫৫	২,০০৮.৭০	১,৯৮৫.৮১	১,৬৯০.৭৬৪	১,৬৫৬.৬৮৭
বিদ্যুৎ (বেসরকারি)*	৩,০৭৮.১৫	৩,১৫৩.১৮	৩,০৭৮.১৫	১,৭২৪.০৪৭	১,৭২৪.০৪৭	৩,১১১.৫৪	৩,০৭৮.১৫	৩,০৩৯.৮৪	১,৫১৪.৬৩৩	১,৪৮৪.০০০
সার	৩১৯.৩৮	৫১৪.৮৪	৩১৯.৩৮	৩৮১.৬৬০	৩৮১.৬৬০	৫০৮.৯০	৩১৯.৩৮	৩১৪.৯৩	৩১৬.৬৭৫	৩১০.০৪৩
শিল্প	৩,৯৬৮.০৮	৩,৮৫৩.৯১	৩,৯৬৮.০৮	৪,৩৩০.৫৩২	৪,৩৩০.৫৩২	৩,৮০৭.৪৯	৩,৯৬৮.০৮	৩,৯২৩.৩৮	৪,৫৩৪.৩৪১	৪,৪৪৩.৪২৯
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৩,৮৯৮.৯৮	৩,৮৭৩.৭৫	৩,৮৯৮.৯৮	৫৩২.৪৩৬	৫৩২.৪৩৬	৩,৮২৫.৪৮	৩,৮৯৮.৯৮	৩,৮৫৮.১২	৪,৮৮৭.৭৬৮	৪,৭৮৯.৭৯১
সিএনজি	৭৮৩.৬২	৮০০.৩২	৭৮৩.৬২	৪,৬৭২.৬৬৯	৪,৬৭২.৬৬৯	৭৯০.৬৯	৭৮৩.৬২	৭৭৫.২২	৫৮২.১০২	৫৭০.৪৪৫
বাণিজ্যিক	১২৮.৫৮	১৩৬.০০	১২৮.৫৮	৭৮.৫১৪	৭৮.৫১৪	১৩৪.২৭	১২৮.৫৮	১২৬.৯৯	৮০.৫৬৭	৭৮.৯৫৩
আবাসিক	২,৯৬৯.০৩	২,৮২১.১৩	২,৯৬৯.০৩	২,৫২৫.৪১৬	২,৫২৫.৪১৬	২,৭৮৮.০৭	২,৯৬৯.০৩	২,৯৩৭.৪৬	২,৩৭১.৪২৩	২,৩২৩.৯৩৭
মোট	১৭,১৫৪.৫২	১৭,২৩৬.৮৩	১৭,১৫৪.৫২	১৬,১৮২.৭৯	১৬,১৮২.৭৯	১৭০১৮.৯৯	১৭,১৫৪.৫২	১৬,৯৬১.৭৫	১৫,৯৭৮.২৭১	১৫,৬৫৭.২৮৫

২০২১-২২ অর্থবছরে ০.৪৬ এমএমসিএম গ্যাসের সমপরিমাণ কনডেনসেটসহ মোট বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ ১৫,৬৫৭.৭৬ এমএমসিএম। আলোচ্য অর্থবছরে ১.০৬ এমএমসিএম গ্যাস নিজস্ব অপারেশনাল কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন আলোচ্য অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

রাজস্ব ও আদায় :

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানি তার গ্রাহক প্রান্তে মোট ১৫,৬৫৭.২৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করে ১৭,৬৩৫.০৮ কোটি টাকা এবং মিটার ভাড়া, ডিমান্ড চার্জ, গ্যাসের তাপন মূল্য ও সারচার্জসহ সর্বমোট ১৮,৩২৭.৩২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে, যার পরিমাণ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ১৭,৮৩১.২৭ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৮,৩২৭.৩২ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের বিপরীতে বকেয়া রাজস্বসহ ১৮,১৭২.৩৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে, যা পাওনার তুলনায় ১৫৪.৯৩ কোটি টাকা কম।

গ্রাহকভিত্তিক রাজস্ব পাওনা ও আদায়ের তথ্য নিম্নে দেখানো হল :

(কোটি টাকা)

গ্রাহক শ্রেণি	২০২১-২০২২			২০২০-২০২১		
	রাজস্ব পাওনা	আদায়	(কম)/বেশী	রাজস্ব পাওনা	আদায়	(কম)/বেশী
বিদ্যুৎ (সরকারি)	৬৭০.০৭	৫৯৫.২৭	(৭৪.৮০)	৭৬০.৪৯	৭৫৭.৮২	(২.৬৭)
বিদ্যুৎ (বেসরকারি)	২,১৫২.৯০	১,৮৪৬.৩৪	(৩০৬.৫৭)	২,১৪৩.০৩	১,৯৪১.৮১	(২০১.২২)
সার	১৭৮.৮৭	১৫৩.৫২	(২৫.৩৫)	১৭৬.৬৭	২০০.৮৩	২৪.১৫
শিল্প	৪,৬৮১.৬১	৪,৭৪০.৪৯	৫৮.৮৮	৪,৩৯৮.৪০	৪,৪৩২.৪৬	৩৪.০৭
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৫,৩৪৪.১৮	৫,৪২৯.৬৮	৮৫.৫০	৫,১৫৬.৯৪	৫,৪০৫.৮৭	২৪৮.৯২
সিএনজি	২,০৬৪.৯৯	২,০২৩.১৯	(৪১.৮০)	১,৯১৩.৭০	১,৯১১.৭৮	(১.৯২)
বাণিজ্যিক	১৭৮.০৫	১৯৮.৮৩	২০.৭৮	১৯১.৮৮	২০৪.৫৪	১২.৭৫
আবাসিক	৩,০৫৬.৬৪	৩,১৮৫.০৬	১২৮.৪২	৩,০৯০.১৬	৩,০৬৭.৩৫	(২২.৮১)
সর্বমোট	১৮,৩২৭.৩২	১৮,১৭২.৩৯	(১৫৪.৯৩)	১৭,৮৩১.২৭	১৭,৯২২.৫৪	৯১.২৭

আর্থিক ফলাফল :

পূর্ববর্তী অর্থবছরের সঙ্গে তুলনামূলক আর্থিক ফলাফলের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১	(হ্রাস)/বৃদ্ধি
পরিশোধিত মূলধন	৯৮৯.২২	৯৮৯.২২	-
রাজস্ব সঞ্চিতি	৬,০০৮.২৬	৫,৯০৭.৮৭	১০০.৩৯
দীর্ঘমেয়াদী দায়	৩,৩৯৩.৬৭	২,৯৫৬.৩৬	৪৩৭.৩১
চলতি দায়	৭,৯৫৬.৪৫	৭,৯১৯.৮১	৩৬.৬৪
স্থায়ী সম্পদ	৬,২৬৭.০০	৫,৩২৭.২২	৯৩৯.৭৮
চলতি সম্পদ	১২,৪১৯.৫৯	১২,৭৩২.৭৯	(৩১৩.২০)
বিক্রয় ও অন্যান্য পরিচালনা আয়	১৮,৩৭০.২৪	১৭,৮৬৬.২৩	৫০৪.০১
বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য	১৭,৬৫৯.৭০	১৭,১৮৮.১২	৪৭১.৫৮
মোট লাভ	৭১০.৫৪	৬৭৮.১২	৩২.৪২

বিবরণ	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১	(হ্রাস)/বৃদ্ধি
প্রশাসনিক খরচ	৫২৭.৬৭	৪৬২.১৮	৬৫.৪৯
ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ	২০.০০	১৯.৩৩	.৬৭
সুদ খাতে আয় (নীট) ও অপরিচালনা আয়	২৩৪.৬৬	২৫১.১৯	(১৬.৫৩)
কর পূর্ববর্তী মুনাফা	৩৮৬.৮৬	৪৩৩.১৫	(৪৬.২৯)
কর পরবর্তী মুনাফা	৩১৮.০২	৩৪৫.৯৮	(২৭.৯৬)
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা) মূলধনী আয়সহ	৩.২১	৩.৫০	(.২৯)

আলোচ্য অর্থবছরে কর পরবর্তী নীট মুনাফা ৩১৮.০২ কোটি টাকা Retained Earnings এ অন্তর্ভুক্ত এবং বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের ঘোষিত লভ্যাংশ ২১৭.৬৩ কোটি টাকা Retained Earnings হতে Current liabilities-এ স্থানান্তর করায় এ খাতে ১০০.৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের মধ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক ঋণ ৬৭.৩৯ কোটি টাকা, গ্রাহক জামানতের পরিমাণ ৩২৯.২৭ কোটি টাকা ও Retirement obligations-এর দায় ৫৬.৫৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং খবধাব চধু খাতে ৪.৪২ কোটি টাকা ও Deferred Tax Liability খাতে ১১.৫০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সামগ্রিকভাবে এ খাতে ৪৩৭.৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির গ্যাস বিলের বিপরীতে Non-bulk Customer এর বকেয়া আদায় ২৫১.৭৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলেও Bulk Customer এর বিপরীতে ৪০৬.৭১ কোটি টাকা আদায় কম হওয়ায় সামগ্রিকভাবে Trade receivables ১৫৪.৯৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে Advance income tax খাতেই ৪৪২.১৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি, অন্যদিকে পেট্রোবাংলাকে অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত ফিজিবিলিটি ব্যয় সমন্বয়ের ফলে এ খাতে ৩৮.৪৩ কোটি টাকা হ্রাস পাওয়ায় সামগ্রিক ভাবে অফাধহপবং, Deposits and prepayments খাতে ৪০৩.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধির পেয়েছ। উল্লেখ্য যে, গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধকালে এবং ব্যাংক সুদসহ অন্যান্য আয়ের বিপরীতে Advance income tax খাতে ৪৪২.১৩ কোটি টাকার বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে কর দায়ের পরিমাণ ৬৮.৮৪ কোটি টাকা। অতিরিক্ত উৎস কর কর্তনের ফলে কোম্পানির নগদ প্রবাহে (৪৪২.১৩ - ৬৮.৮৪) = ৩৭৩.২৯ কোটি টাকা ঋনাত্বক প্রভাব পড়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২০৪.৫৩ ও ২০১.১৮ এমএমসিএম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও জুন-২০২২ মাস হতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কারণে গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের পরিমাণ ও গ্যাস ক্রয় খরচের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০৪.০১ ও ৪৭১.৫৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে Meter rent, Higher Heating charge ও Demand charge খাতে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক অপারেশন আয় বাবদ ৫৬.৯৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এবং বিইআরসি'র আদেশ নম্বর ২০২২/০৯ অনুযায়ী জুন-২০২২ মাস হতে বিতরণ মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.২৫ টাকা হতে ০.১৩ টাকায় হ্রাস করায় কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশন মার্জিন খাতে আয় ২৪.৫৭ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। ফলে, সামগ্রিক ভাবে মোটলাভ ৩২.৪২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিচালনা ব্যয় ৬৬.১৭ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে ৮০১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেনশন ফান্ডে কোম্পানি'র খরচ ৪৪.৪৯ কোটি টাকা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় ২১.৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বিনিয়োগের উপর সুদের হার হ্রাস পাওয়ায় নন অপারেশনাল আয় ১৬.৫৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ব মুনাফা ৪৬.২৯ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩৮৬.৮৬ কোটি টাকা, করোত্তর মুনাফা ২৭.৯৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩১৮.০২ কোটি টাকা হয়েছে। ফলে, বিগত বছরের তুলনায় শেয়ার প্রতি আয় ৩.৫০ টাকা হতে ০.২৯ টাকা হ্রাস পেয়ে ৩.২১ টাকা হয়েছে।

কর পূর্ব ও কর পরবর্তী নিট মুনাফা :

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানির অর্জিত কর পূর্ববর্তী ও কর পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮৬.৮৬ কোটি টাকা ও ৩১৮.০২ কোটি টাকা, যার পরিমাণ গত বছরে ছিল ৪৩৩.১৫ কোটি টাকা ও ৩৪৫.৯৮ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে শেয়ার প্রতি আয় ৩.২১ টাকা, যা গত বছরে ছিল ৩.৫০ টাকা।

লভ্যাংশ :

কোম্পানির ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ১০% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ ১.০০ টাকা।

আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষকের মন্তব্য :

a) Long-term liabilities as disclosed in (Note # 24) to the financial statements include customers' security deposit of Tk. 2,610.24 crore as on 30 June 2022. The Head Office of the Company maintains control ledgers with the information received from zone offices. But during our audit at zone /RSO offices we found some differences which yet to be reconciled.

b) Due to delay in payment of bills by the bulk customers the Company calculates and charges penal interest on the bill amounts of the respective customers. As such a total amount of Tk. 80.98 crore has been recognized as interest income up to 30 June 2022 and included in Trade Receivables shown in (Note# 11). On the other hand, the Company accounted for meter rent and demand charges on its customer namely, PDB for Tk 163.16 &; EGCB Demand charges for Tk. 14.09 crore up to the year 2021-22. Further, the Company accounted for another income of Higher Heating Value (HHV) from its Private Power customers amounting to Tk. 38.84 crore up to the year 2021-22. The Company has been recognizing these income and receivables since the year 2002. Out of the said aggregated amount of Tk. 298.07 crore, there is no realization till date. On a query we came to know that the said customers are not interested to pay such penal interest as well as meter rent, demand charges and higher heating value which remain unrealized for long. As a result, there is a substantial doubt as regards realization of the said penal interest, meter rent and high heating value receivable which require full provision in the accounts.

c) Receivable from Encashment of FDR (Note# 14) for Tk 58.61 crore as disclosed in investment in Fixed Deposit Receipt (FDR) with Padma Bank Limited (formerly known as "The Farmers Bank Limited"). Because of weak credit worthiness of the said bank there is a substantial doubt as regards realization of the said investment which require full provision in the accounts. But necessary provision in this regard has not been made in the accounts.

d) The carrying amount of inventories as shown in the statement of financial position as on 30 June 2022 is Tk. 208.77 crore. But the accounting policies of the Company state that inventories are valued at cost which is a non-compliance with International Accounting Standard (IAS) 2: Inventories. IAS 2 requires valuation of inventories at the lower of cost and net realizable value. Physical verification of inventories done at 30 June 2013 identified dead stock worth Tk. 10.44 crore and obsolete stock worth Tk. 3.33 crore by the inventory committee at that time. But the Company did not make any adjustment in the accounts for the said items. Further, the Company conducted physical verification of inventories as on 30 June 2022. It identified huge quantities of dead and obsolete items but could not determine the value of such inventories. As a result, the value of inventories as on 30 June 2022 may include huge quantities of dead and obsolete items which could not be quantified thereof due to lack of information. Thus, the carrying amount of inventories of the Company as on 30 June 2022 appears to be overstated.

e) As per subsidiary loan agreement (SLA) between the Government of the Republic of Bangladesh and Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited (TGTDCL), the Company has received Tk. 52.18 crore as equity and recognized it as share money deposit. As per Gazette Notification No. 146/FRC/Adm./SRO/2020/01 dated 02 March 2020 by Financial Reporting Council (FRC), the capital received as share money deposit or whatever the name which is included in the Equity part of any company that cannot be refunded and the said amount shall be converted into share capital within 06 (six) months from the date of such receipt. Further, such share money deposit shall be considered in calculation of Earnings per share. However, the outstanding amount of such share money deposit stands at Tk. 257.97 crore as at 30 June 2022. But the company has not converted this Share Money Deposit into the share capital of the company as per the instruction given by FRC.

নিরীক্ষকের উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোম্পানির বক্তব্যঃ

- গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত নগদ জামানত জাবেদার মাধ্যমে হিসাব বিভাগের সাধারণ খতিয়াণে হিসাবভুক্তি করা হয়। ৩০-০৬-২০২২ তারিখে নগদ জামানতের সাধারণ খতিয়ানের জের ২,৬১০.২৫ কোটি টাকা। বর্ণিত নগত জামানতের বিপরীতে বাল্ক গ্রাহকের গ্রাহক ওয়ারী জামানত শিডিউল ১৯৬.৭৩ কোটি টাকা মিলকরণ আছে। অবশিষ্ট নন-বাল্ক গ্রাহকদের নগদ জামানত ২,৪১৩.৫৩ (২৬১০.২৫-১৯৬.৭৩) কোটি টাকার বিপরীতে জোন ও জোবিঅ সমূহের জামানত সিডিউল এর জের ২,৩৫৬.২১ কোটি টাকা। ফলে, হিসাব বিভাগে রক্ষিত সাধারণ খতিয়ানের সাথে জোন ও জোবিঅ সমূহের জামানত সিডিউল ২৫৪.০৫ কোটি টাকা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের নিকট হতে আদায়কৃত জামানত স্ব স্ব গ্রাহক লেজারে পোস্টিং করতঃ উক্ত শ্রেণির জামানত শিডিউল মিলকরণের জন্য কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ৮০০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ (বিশ) জন (Intern) ছাত্র-ছাত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।

- পিডিবি, ইজিসিবি সহ বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যুৎ (আইপিপি), ক্যাপটিভ ও সার গ্রাহকদের নিকট ডিমান্ড চার্জ , সার্ভিস চার্জ, এইচএইচভি (HHV) ও সুদ বাবদ ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত মোট বকেয়া পাওনার পরিমাণ ২৯৮.০৭ কোটি টাকা। উক্ত পাওনা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতি মাসেই যোগাযোগ করা হচ্ছে। পিডিবি'র নিকট জুন ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত ডিমান্ড চার্জ বাবদ বকেয়া ১১৪.২৬ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির উপমহাব্যবস্থাপক (অপারেশন কন্ট্রোল বিভাগ) জনাব প্রকৌ মো: আলাউদ্দিন-কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনীত করা হয়েছে।

- কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন অনুযায়ী ২০১৫-১৬ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৫৩.০০ কোটি টাকা পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড (সাবেক ফারমার্স ব্যাংক লি.)-এ স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়। ৩০-০৬-২০২০ তারিখ পর্যন্ত সুদ আসলসহ যার পরিমান ৫৮.৬১ কোটি। উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য কোম্পানির করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা কামনা করে গত ২৮-০১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকমণ্ডলীর ৭৯০তম সভায় কার্যপত্র দেয়া হলে বোর্ড নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করে :

- "পদ্মা ব্যাংক লি. (প্রাক্তন দি ফার্মার্স ব্যাংক লি.)-এ ০৫ (পাঁচ) টি শাখায় স্থায়ী আমানত হিসাবে বিনিয়োগকৃত অর্থ নগদায়ন ও অর্জিত সুদ আদায়ের বিষয়ে অবহিত হয় এবং পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানিসমূহের পক্ষে পদ্মা ব্যাংক লি. (প্রাক্তন দি ফার্মার্স ব্যাংক লি.) -এ রক্ষিত স্থায়ী আমানতসমূহের বিপরীতে পাওনাদি আদায়ের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।"

- কোম্পানির পরিচালকমণ্ডীর ৭৯০তম সভার সিদ্ধান্ত প্রেটোবাংলা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) বরাবর পত্র সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.১৮.০০২.২১.১৯, ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯. ১৮.০০২.২১.৬০ এবং ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.১৮.০০২.২১.১৯১ তারিখ যথাক্রমে ১৬-০৩-২০২১, ২৪-০৫-২০২১ এবং ২৫-১০-২০২১ এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়।

- প্রশাসন বিভাগের স্মারকলিপি সূত্র নং- প্রশাসন/ইনকো এন্ড কমিটি/২০০২/০৪/১৪/১৬০/১৪৬১, তারিখঃ ২৪/০২/২০১৪ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি ব্যবহার অনুপোযোগী মালামালের ০১ (এক) টি তালিকা ৩নং প্রস্তুত করতঃ Book Value (১০.৪৪ কোটি টাকা) বিবেচনায় প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারন পূর্বক (Write Off) করার জন্য সুপারিশ করেন।

সংশ্লিষ্ট তালিকায় বর্ণিত ৯,৮১৫ টি বিভিন্ন ধরনের ম্যাটারিয়ালস এর Book Value (১০.৪৪ কোটি) টাকা পুনঃ যাচাই বাছাই করার জন্য স্মারকলিপি সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.১৯.৩৬৪/৪০৬, তারিখ: ৫/১১/২০১৯ এর মাধ্যমে ১টি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে স্মারকলিপি সংশোধন সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০৪৯.২১.৭৫, তারিখঃ ২৪/০৫/২০২১ এর মাধ্যমে পুনরায় (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি মত প্রকাশ করে যে, ৩নং তালিকায় বর্ণিত মালামালগুলোর Consumable Item এবং Long Term Assest দুটির আওতায় থাকলেও সবগুলোর ক্ষেত্রে Current Assest বিবেচনা করে Depreciation/ অবচয় মূল্য ধরা হয়নি। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত কমিটি বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় Book Value মূল্য ১০.৪৪ কোটি টাকা এর স্থলে প্রাক্কলিত (আনুমানিক) মূল্য ১,৬৪,৫৮,১১৪.৮০ (এক কোটি চৌষট্রি লক্ষ আটান্ন হাজার একশত চৌদ্দ দশমিক আশি) টাকা নির্ধারন পূর্বক Write Off ঘোষনা করার সুপারিশ করেন।

স্মারকলিপি সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.২২.৮৮, তারিখঃ ২২/০২/২০২২ এ যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষনাকরন ও নিষ্পত্তি নীতিমালা ২০১৯ অনুযায়ী ২ (দুই) জন বহিঃ সদস্যের সমন্বয়ে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ভান্ডারে রক্ষিত Dead Stock মালামাল সমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং উক্ত কমিটি বহিঃ সদস্য জনাব মো. হারুন ভূইয়া, উপমহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান ও সমীক্ষা প্রকল্প) পেট্রোবাংলা, মালামালগুলোর গ্রুপভিত্তিক পৃথকীকরনের মাধ্যমে একক ও সমষ্টিক ওজন নির্ধারন ও মালামালের একক মূল্য ও সমষ্টিকভাবে মূল্য নির্ধারন করার জন্য একটি উপ-কমিটি করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং প্রস্তাবটি কমিটির কার্যপত্রে গৃহিত হয়। সেই মোতাবেক স্মারকলিপি সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.২২.৫১২, তারিখ: ১২/০৯/২০২২ অনুযায়ী জনাব মো. হাসান মাহমুদ, কোড নং-০১২৩২, ব্যবস্থাপক (ভান্ডার হিসাব)-কে আহবায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত উপ-কমিটি গত ১৮/০৯/২০২২ তারিখ উপস্থিত হয়ে ডেমরাস্থ ভান্ডারে অকেজো মালামালগুলো সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক গ্রুপভিত্তিক (লোহা জাতীয় আইটেম, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, রাবার আইটেম, ঝালাই আইটেম, গ্যাসকিট, বয়লার আইটেম ও অন্যান্য মালামাল পৃথীকরণের জন্য কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।

- Deposit for Share Money হিসাবে ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত ২৫৭.৯৮ কোটি টাকা কোম্পানিতে জমা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে উক্ত টাকা GOB হতে Equity হিসাবে প্রাপ্ত। প্রতি বৎসরই কিছু অর্থ এই তহবিলে যোগ হয়। FRC এর নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত অর্থ Paid Up Capital এ স্তানান্তর করে শেয়ার-এ রূপান্তর করার বিষয়ে একাধিকবার অর্থ মন্ত্রণালয় ও FRC এর সাথে আলোচনা/মিটিং হয়েছে। কিন্তু কি পদ্ধতিতে ও কোন ধরনের শেয়ার ইস্যু করা হবে, শেয়ার মূল্য কিভাবে নিরুপন করা হবে, সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য/মন্তব্য FRC হতে পাওয়া যায় নাই। উল্লেখ্য যে, তিতাস গ্যাস পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানি হওয়ায় এবং ২৫% শেয়ার সাধারন বিনিয়োগকারীদের নিকট থাকার একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের আলোকে এই ২৫৭.৯৮ কোটি টাকার বিনিময়ে সরকারকে শেয়ার প্রদান করতে হবে। অন্য কোন সরকারি তালিকাভূক্ত কোম্পানি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় তিতাস গ্যাস হতেও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তবে Deposit for Share Money বাবদ প্রাপ্ত উক্ত অর্থ Paid Up Capital-এ রূপান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে সম্পাদিত কার্যাদি :

চলতি অর্থবছরে কোম্পানি তার স্বাভাবিক কার্যাবলীর অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে বহুবিধ লেনদেন সম্পূর্ণ করে। নিম্নে IAS- 24 অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম এবং তাদের সাথে সম্পাদিত লেনদেন সমূহের প্রকৃতির একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হলো।

(কোটি টাকায়)

পার্টির নাম	সম্পর্ক	লেনদেনের প্রকৃতি	চলতি অর্থবছরে নীট লেনদেন	৩০.০৬.২২ ইং তারিখের (দেনা)/পাওনা	৩০.০৬.২১ ইং তারিখের (দেনা)/পাওনা
পেট্রোবাংলা	নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ		৮২৮	(১,৮৪৪)	(২,৬৭২)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	৬	(২১)	(২৮)
বিজিএফসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	১৫	(৬০)	(৭৫)
আরপিজিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	২	(২)	(৪)
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ট্রান্সমিসন	৫১	(১১২)	(১৬৩)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানি	আন্তঃ কোম্পানি লোন	(১৩)	৮৫	৯৮
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	আন্তঃ কোম্পানি লোন	(১১২)	৯১৪	১,০২৬
মোট			**৭৭৭**	**(১,০৪০)**	**(১,৮১৮)**

পরিচালকমণ্ডলীর সম্মানীভাতা :

কোম্পানি বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী'কে বোর্ড সভায় উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদান :

তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানি লিঃ মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান ছাড়াও সরকারি কোষাগারে নিয়মিত শুল্ক, কর পরিশোধ করে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি ৬৪০.৮৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে সরকারি কোষাগারে তিতাস গ্যাসের আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(কোটি টাকা)

খাত	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২০২২
লভ্যাংশ	১৬৩.২২	১৮৫.৪৮	১৯২.৮৯	১৯২.৮৯	১৬৩.২২
কর্পোরেট আয়কর	৩৪২.৮৯	৩৬২.৬০	৩৯৫.৮১	৪৪০.৮৯	৪৪২.১৩
ডিএসএল	২৪.২৮	২৫.৭৪	১০.৪৭	১০.১৭	৮.৬৭
আমদানী শুল্ক ও মূসক	২৮.০৮	১৮.৭৩	৯.৭৪	১১.৬৮	২৬.৮৩
মোট	**৫৫৮.৪৭**	**৫৯২.৫৫**	**৬০৮.৯১**	**৬৫৫.৬৩**	**৬৪০.৮৫**

Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited

Comparative Significant Financial Information

As on 30 June 2022

Particulars	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Key financial figures					
1. Authorized Capital	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2. Paid up capital	989.22	989.22	989.22	989.22	989.22
3. Deposit for share	91.94	151.21	178.49	205.79	257.98
4. Capital Reserve	81.01	80.95	80.88	80.96	81.01
5. Revenue Reserve	5,493.79	5,710.95	5,813.57	5,907.87	6,008.26
6. Long term loan	177.35	258.01	290.40	322.68	390.07
7. Other long term liabilities	1,769.21	2,391.56	2,420.16	2,633.61	3,003.60
8. Current liabilities	6,405.03	7,118.41	8,286.87	7,919.81	7,956.45
9. Property, Plant & Equipment (at cost less Depreciation)	880.40	1,086.62	1,046.70	979.19	977.52
10. Capital Work in progress	492.48	378.81	447.29	529.03	690.41
11. Investments	4,825.26	4,424.79	2,864.43	2,380.87	3,311.29
12. Inter-Company Loan	801.74	977.78	1,193.72	1,123.25	998.47
13. Loan to Employees	270.66	265.39	321.71	314.88	289.31
14. Current assets	7,737.04	9,308.93	12,185.75	12,732.79	12,419.59
15. Net profit before tax	453.20	626.63	504.61	433.15	386.86
16. Net profit after tax	338.99	464.46	359.81	345.98	318.02
17. Financial ratios & others:					
Current ratio	1.21:1	1.31:1	1.47:1	1.61:1	1.56:1
Liquidity ratio	0.68 :1	0.77:1	0.95:1	1.01:1	0.92:1
Return on Fixed Assets (%)	38.19	55.19	34.12	34.57	32.63
Debt equity ratio	03.97	4.96	04.96	04.96	05:95
Debt service ratio	15.88:1	45.10:1	35.94:1	35.27:1	30.11:1
Return on capital employed (%)	6.63	6.46	4.80	4.61	4.12
Earnings Per Share (Taka)	3.43	4.70	3.64	3.50	3.21
Dividend:					
Cash (%)	25%	26%	26%	22%	10%
Stock (%)	-	-	-	-	-

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

কোম্পানির সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে দৃঢ় ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর। গ্যাস সেক্টরের অগ্রদূত ও অন্যতম প্রধান বিপণন কোম্পানি হিসেবে তিতাস গ্যাস উন্নততর গ্রাহকসেবা প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে আগষ্ট ২০০৬-এ কোম্পানিতে একটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন করে। এছাড়া, কোম্পানিতে কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০০৮ প্রবর্তন, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য পদোন্নতির মানদণ্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ঋণ/অগ্রিম প্রদানার্থে গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ নীতিমালা-২০১০, এমপ্লয়ীজ ভ্রমণভাতা প্রবিধানমালা-২০১২ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

জনশক্তি:

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০০৬ (পরবর্তীতে আংশিক সংশোধিত) অনুযায়ী মোট জনবল ৩,৭৩৬ জনের মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১,২৪৩ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২,৪৯৩ জন। সংস্থানকৃত মোট জনবলের মধ্যে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ৯৮৯ জন কর্মকর্তা এবং ১,০৫১ জন কর্মচারী অর্থাৎ মোট ২,০৪০ জন কর্মরত ছিলেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৯ জন কর্মকর্তা এবং ৬০ জন কর্মচারী স্বাভাবিক অবসর, ০১ জন কর্মকর্তা অক্ষমতাজনিত অবসর, ০১ জন কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসর, ০২ জন কর্মকর্তা বরখাস্ত এবং ৪ জন কর্মচারীকে চাকুরি হতে অপসারণ, এবং ০৩ জন কর্মকর্তা ও ০২ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া ২০২১ সালে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাসমূহের মধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। আলোচ্য অর্থবছরে ০৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৪ জন কর্মচারী মৃত্যু বরণ করেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২৮ জন কর্মকর্তা ও ৬ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং ২৯ জন কর্মচারীকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে নতুন যোগদানকৃত কর্মকতাগণের মধ্যে ১৬জন কর্মকর্তা সেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। সরকারের রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ই-সফটওয়্যার-এর আওতাধীন এইচ.আর মডিউল-এ অন্তর্ভূক্তকরণ ও ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(ক) অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

নং	বিষয়	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
১	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত (সাধারণ, হিসাব ও কারিগরি) প্রশিক্ষণ	৭৭ টি	৪১৪ জন
২	ই-ফাইলিং (১১টি ব্যাচ), সুশাসন ও এপিএ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (২টি ব্যাচ), চাকুরি বিধিমালা, RMS Modification, APA, Grooming & Organizational Behaviour, Ground Penetrating Rader (GPR), Team Building (২টি ব্যাচ), Online Application Portal of TGTDCL (২টি ব্যাচ) বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	২১ টি	১০৯৯ জন
৩	ইন্টার্নশীপ	১৬ টি	১৬ জন
	মোট	**১১৪ টি**	**১৫২৯ জন**

(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

নং	দেশের নাম	ক্যাডারভিত্তিক ও সমন্বিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	জাপান	১টি	৩জন
	মোট	১টি	৩জন

জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক	কর্মকর্তা/কর্মচারী	নিয়োগের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	কর্মকর্তা	২৫৬	৯ম ও ১০ম গ্রেডের কারিগরী হিসাব ও সাধারণ পদানীয়
২.	কর্মচারী	-	
৩.	আউটসোর্সিং কর্মচারী	৩০০	আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৩০০ (তিনশত) জন জনবল সরবরাহ করা হয়েছে

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী সম্পর্ক:

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ, বকেয়া আদায়, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্ক উন্নয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের সুফল ইতোমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে কোম্পানির সেবার মান অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোম্পানির অপারেশনাল কার্যক্রম স্বাভাবিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তোষজনক। বর্তমানে তিতাস গ্যাস কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজি নং:বি-১১৯৩ কর্মচারীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছে। এক্ষত্রে সিবিএ কার্যনির্বাহী পরিষদ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

শিক্ষা কার্যক্রম :

১৯৮৭ সালে কোম্পানির উদ্যোগে ঢাকার ডেমরায় তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ফলে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানসহ স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানরাও মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বিদ্যালয় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০২১ সালে মোট ৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৯৯% উত্তীর্ণ হয়। অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২৯ জন A+, ৩৪ জন A এবং ০১ জন A- গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে । ২০২১ পঞ্জিকাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট (পিইসি) পরীক্ষায় ১০৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ১১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১১ জন জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

ডেমরাস্থ তিতাস স্কুলে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন

সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility):

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাত হতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে জনাব পলিয়ারা খাতুন, অফিস সহায়ক, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ'কে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা, জনাব মীর মো. আব্দুল হান্নান, মহাব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা'কে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা, কোম্পানির কর্মচারী জনাব মো. নূরুল ইসলাম খান, নিরাপত্তা প্রহরী'কে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং জনাব মোসা. কামরুন নাহার, সিনিয়র হিসাব সহকারী'কে ২৫,০০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম :

মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

শিক্ষাবৃত্তি :

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উর্ত্তীণ হয়, তাদেরকে প্রতিবছর '' তিতাস গ্যাস শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা'' কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫ম শ্রেণিতে ৪৪ জন, ৮ম শ্রেণিতে ৪৬ জন, এসএসসি ও সমমান-এ ৯৭ জন, এইচএসসি ও সমমান-এ ৭৭ জন, স্নাতক/স্নাতক(সম্মান)/ স্নাতকোত্তর-এ ২৭ জন এবং ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ০১ জনসহ সর্বমোট ২৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচী :

কোম্পানির বাজেটে আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ও মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণসহ সর্বমোট ১,৫৭,৬৮,৮৮,০০০/- (একশত সাতান্ন কোটি আটষট্টি লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান :

২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ০৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৪ জন কর্মচারীকে দাফন-কাফনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা হিসেবে সর্বমোট ৫,১০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৮.০০ লক্ষ টাকা হারে সর্বমোট ১,৩৬,০০,০০০/- (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কোভিড-১৯:

কোম্পানিরতে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে অদ্যাবধি সর্বমোট ২৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫৪ জন এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে এবং কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী চিকিৎসাধীন অথবা আইসোলেশনে নেই । আক্রান্তদের মধ্য থেকে ০৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন ।

ক্রীড়া ও বিনোদনঃ

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড দেশের গ্যাস সেক্টরের সর্ববৃহৎ ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানি বিগত প্রায় ৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে দেশের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের জ্বালানি চাহিদার যোগানের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বিনোদন তথা সাংস্কৃতিক চর্চার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে নিমিত্তে তিতাস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ যাবৎ কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য বনভোজন আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইনডোর গেমস, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে আসছে।

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন রকম বিনোদনের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে কোম্পানির অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের ৪জন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করে একটি শক্তিশালী ভলিবল টিম গঠন করা হয়। সে সময়ে তিতাস ক্লাব ভলিবল টিম একটি "টপ সিভিল টিম" হিসেবে সুনাম অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিতাস ক্লাব ভলিবল টিম জাতীয় ভলিবল অঙ্গনে একটি শক্ত অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় ভলিবল খেলায় তিতাস ক্লাবের এই অবস্থানের জন্য সংগঠক হিসেবে তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিতাস ক্লাবের উত্তরোত্তর সাফল্যের ফলে জাতীয় পর্যায়ে তিতাস গ্যাস টি এণ্ড ডি কোম্পানি লিমিটেড-এর সুনাম অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে তিতাস ক্লাবের খেলোয়াড়দের অবস্থানও জাতীয় পর্যায়ে বহুলাংশে সুদৃঢ় হয়েছে।

তিতাস ক্লাবের এই শক্ত অবস্থানের কারণে বর্তমান সময়েও তিতাস ক্লাবের বেশ কিছু খেলোয়াড় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল টিমে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে সাইদ আল জাবির, লিংকন সোহেল, ইমরান হায়দার কাঞ্চন, মো. আব্দুল মোমিন সাদ্দাম অন্যতম, যা তিতাস ক্লাব তথা তিতাস গ্যাস কোম্পানির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। সম্প্রতি এ ক্লাবের খেলোয়াড় মো. পারভেজ আহমেদ জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে বাহরাইন-এ অনুষ্ঠিত এশিয়ান ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুর্দ্ধ ২০-এ অংশ গ্রহণ করেছে।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা ছাড়াও তিতাস ক্লাব বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দাবা লীগ-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রায় প্রতিটি প্রতিযোগিতায় তিতাস ক্লাব সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। দাবা খেলায় তিতাস ক্লাবের অবস্থানকে সুসংহত করার নিমিত্তে যারা নিয়মিত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। জাতীয় দাবা লীগ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তিতাস ক্লাব ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০০১ ও ২০০৮ সালে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি: এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা হিসেবে গত নভেম্বর, ২০২১ সালে আন্ত:ডিভিশন ব্যাটমিন্টন টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়, যা সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে।

আন্ত:ডিভিশন ব্যাটমিন্টন টুর্নামেন্ট এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ

শুদ্ধাচার চর্চায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানি হতে প্রকৌ. মো. সুরুয আলম কোড নং-০০৯২৫, উপমহাব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক বিপণন বিভাগ, সোনরগাঁও, জনাব এস এম আনোয়ার হোসেন (৯৬২০), সিনিয়র বিক্রয় সহকারী, জোবিঅ-জয়দেবপুর, আবিবি-গাজীপুর এবং জনাব মো. মাহবুবার রহমান (০৯৭৩৪) সাহায্যকারী, টি এন্ড ডি -ডেমরা, সিস্টেম অপারেশন বিভাগ-দক্ষিণকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, কোম্পানির স্টেক হোল্ডার/অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ও গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচারের কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেওয়াল ক্যালেন্ডার, দেওয়াল ঘড়ি, নোট বুক মুদ্রণ ও বিলি করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার চর্চায় পুরস্কার বিতরন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

সরকার গণখাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) প্রবর্তন করে। এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সাথে পেট্রোবাংলার এবং পেট্রোবাংলার সাথে এর আওতাধীন সকল কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতিবছর সম্পাদিত হয়। এ লক্ষ্যে উক্ত চুক্তি সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং কোম্পানির সাথে যোগাযোগের নিমিত্ত টিজিটিডিসিএল হতে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলার সাথে তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানি লি. এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২৫ জুন ২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে পেট্রো সেক্টরে অত্র কোম্পানি ১ম স্থান অধিকার করে।

এপিএ'তে পেট্রো সেক্টরে ১ম স্থান অধিকার করায় পুরস্কার গ্রহণ করছেন তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইনোভেশন কার্যক্রম :

কোম্পানির কাজে গতিশীলতা আনয়ন, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে ইনোভেশন কমিটি রয়েছে। উল্লিখিত কমিটি নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের আওতায় MTO (Material Transfer Order) digitalization with auto generation of MIV (Material Issue Voucher) ও Gate Pass শীর্ষক কার্যক্রম কোম্পানির ICT ডিভিশন কর্তৃক বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সংস্থানের লক্ষ্যে MTO প্রক্রিয়াকরণে বেশ সময় ব্যয় হয় এবং একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নথি প্রেরণ করতে হয়। MTO digitalization এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিপণন বিভাগ হতে online–G MTO প্রক্রিয়াকরণের ফলে তা থেকে auto MIV ও Gate Pass প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, material planning, inventory/stock এর তথ্য হালনাগাদ রাখাসহ procurement planning সহজতর হচ্ছে। ফলে, সার্বিকভাবে সময়, ব্যয় ও ভিজিট হ্রাস পাচ্ছে এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম :

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন, স্টেশন ও বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম এবং সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :

স্বাস্থ্য:

সরকারি ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত হারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানির চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন।

পরিবেশ:

বৈশ্বয়িক উষ্ণতা সূচকে বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)-এর নিঃসরণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর তুলনায় ২৩ গুণ বেশি ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমান ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। বিদ্যমান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতিও যেন এড়ানো সম্ভব হয় তা বিবেচনা করে গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোম্পানির নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনে গাছের চারা রোপন এবং রোপিত চারা গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ কালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা:

পাইপলাইন নির্মাণ এবং সিস্টেম পরিচালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ফলে কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে এযাবৎকাল গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নির্বিঘ্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। পুরানো নেটওয়ার্ক ও করোশনের ফলে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে গ্যাস লিকেজ সংঘটিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের নির্বিঘ্ন পরিচালন নিশ্চিতকল্পে পাইপলাইনের রাইট অব ওয়ে-তে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ, গ্যাস লিকেজ, অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন কাজে পাইপলাইনের যে কোন ধরনের ক্ষতি মোকাবেলায়

নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাস স্থাপনাসমূহের সম্ভাব্য গ্যাস ও কনডেনসেট লিকেজের বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নিবারুমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। পাইপলাইনের করোশন নিবারণকল্পে সিপি সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালন করা হচ্ছে এবং মাসিক ভিত্তিতে সিপি স্টেশন পরিদর্শন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর পি.এস.পি. রিডিং গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (কার্বন-ডাইঅক্সাইড/ড্রাই গ্যাস পাউডার) প্রয়োজন মোতাবেক স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা নীতিমালা লঙ্ঘনের ফলে কোন গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে রাইজার স্থানান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রমের দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করাসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে অবহিত করা হয়। গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কোম্পানির উদ্যোগে এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর ১ বার কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহের সেইফটি অডিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও, কোম্পানির সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিমাসে স্টেশনসমূহের সেইফটি অডিটিং ইন্সপেকশন করা হয়।

জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি:

জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এর অধীনে জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখা- উত্তর (অফিসঃ গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, ফোনঃ০২-৫৫০৪৫১১৩, ০২-৫৫০৪৫১১৪ মোবাইলঃ ০১৯৫৫৫০০৪৯৭, ০১৯৫৫৫০০৪৯৮) এবং জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখা-দক্ষিণ (অফিসঃ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ০২-৪১০৭০৯৫১, ০২-৪১০৭০৯৫২, মোবাইলঃ ০১৯৫৫৫০০৪৯৯, ০১৯৫৫৫০০৫০০) এর জরুরি অভিযোগ কেন্দ্র, কোম্পানির কল সেন্টার (১৬৪৯৬) ও ওয়েবসাইট এর কমপেইন পোর্টাল- এ প্রাপ্ত অভিযোগের (অগ্নি দুর্ঘটনা, গ্যাস লিকেজ, গ্যাসের স্বল্প চাপ, গ্যাস নেই, ইত্যাদি) প্রেক্ষিতে অভিযোগ সমূহ তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের জন্য দিন/রাত ২৪ ঘন্টা মোট ২৯ টি জরুরি দল এবং ক্ষতিগ্রস্থ পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের জন্য একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। সম্ভাব্য সকল দুর্ঘটনা মোকাবেলা এবং সম্মানিত গ্রাহকদের আঙ্গিনায় নিরাপদ ও সুষ্ঠু গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের সকল কলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে গৃহীত জরুরি কলের সংখ্যা তথা জরুরি দল কর্তৃক গ্রাহক আঙ্গিনায় উপস্থিতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

কলের ধরণ	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
অগ্নি দূর্ঘটনা	২৮১	৩১১
গ্যাস লিকেজ	৭০৩৫	৪৮৯১
গ্যাসের স্বল্প চাপ	১৭১	২১০
গ্যাস নেই	৫২১	৬৪৭
অন্যান্য	৮৭৩	৮০৩
মোট	**৮৮৮১**	**৬৮৬২**

এছাড়াও, ২০২১-২২ অর্থ বছরে জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগাধীন এলাকায় 'Procurement of non-consulting services for implementation of mobile gas leak detection system and leak repair' প্রকল্পের আওতায় সমগ্র মেট্রো ঢাকা (ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, গনভবন, সংসদ ভবন তৎসংলগ্ন এলাকা, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, পল্লবি, উত্তরা, বাড্ডা, বসুন্ধরা, গুলশান, বনানী, রামপুরা, বনশ্রী, মগবাজার, মালিবাগ, রমনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, লালবাগ, বংশাল, সূত্রাপুর,

খিলগাঁও, বাসাবো, যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, পোস্তগোলা) ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় মোট ১৬৮২.৪ কিলোমিটার পাইপলাইন সার্ভে করে প্রাথমিকভাবে ৯৯২৬টি গ্যাসের (মিথেন) উৎস সনক্ত হয়। যার মধ্য হতে ১৭১২ টি গ্যাস উৎস (মিথেন) লোকালাইজ করা হয় এবং চূড়ান্তভাবে ৪৫৯টি স্থান লিকেজ হিসাবে চিহ্নিত হয়, যা ৯৮৫ টি ক্ল্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে মেরামত করা হয়েছে।

গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ

উন্নততর সেবা কার্যক্রম:

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য ঢাকা মহানগরী ও আঞ্চলিক বিক্রয় ডিভিশনের আওতাধীণ এলাকায় সম্মাণিত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানিতে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রাহক সেবা কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, শীতকালীণ গ্যাস স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ি গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে পাইপলাইন স্থাপন ও সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস মডিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:

একটি সুপরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তার কার্যকর বাস্তবায়ন ও সময়ে সময়ে তা পর্যবেক্ষণ কোম্পানির সার্বিক সাফল্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার সাথে সাথে এর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্য সচেতন রয়েছে। এ লক্ষ্যে একজন Independent Director- এর সভাপতিত্বে ৩জন সম্মানিত পরিচালকের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি পরিচালনা পর্ষদের সাব-কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকারী 'নিরীক্ষা ডিভিশন'-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত ''Management Report'' অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহ অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। অডিট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ

সম্মাণিত গ্রাহক ও আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড দেশের জ্বালানি খাতে সুদীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ কোম্পানির সার্বিক উন্নয়নে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি। কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদয় উপস্থিতির জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তিতাস বোর্ড, পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশণা ও তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিকসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে কোন কোন অঞ্চলে গ্যাসের চাপ স্বল্পতার জন্য সরবরাহ বিঘ্ন ঘটায় সম্মাণিত গ্রাহকবৃন্দের নিকট কোম্পানি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে।

বিগত সময়ে কোম্পানিকে বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য পরিচালকমণ্ডলী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড একচেঞ্জ কমিশন, স্টক একচেঞ্জ, পেট্রোবাংলা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিইআরসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতেও তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানির উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ২০২১-২২ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাবসহ কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট তাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

ধন্যবাদান্তে,

(মোঃ মাহবুব হোসেন)
চেয়ারম্যান